পলিসি ব্রিফ
#১৪৫/২০২৪
জুন ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে জাতীয় সংসদের কার্যকরতার লক্ষ্যে একাদশ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে টিআইবি'র সুপারিশ

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও সংস্কার, জন-প্রত্যাশা ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা ও বিতর্ক, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, এবং জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সহায়ক গবেষণা সম্পাদন ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে টিআইবি ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় একাদশ জাতীয় সংসদের সবগুলো অধিবেশনের কার্যক্রম ও সার্বিকভাবে সংসদের কার্যকরতা পর্যালোচনা করে "পার্লামেন্টওয়াচ: একাদশ জাতীয় সংসদ" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন ২০২৪ সালের ২৬ মে প্রকাশিত হয় [১]।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে বিশেষত আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে, আসনের দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থান ও নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের জোটভুক্ত হয়ে অংশ নেওয়া প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা সংসদকে কার্যকর করে তুলতে এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিরোধীদল প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেনি। ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধী দল হতে গঠনমূলক মতামত উত্থাপিত হলেও তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের অনীহা ছিল লক্ষণীয়।

আইন প্রণয়নের আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ঘাটতি, জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহের প্রতি গুরুত্বহীনতা, সংসদীয় কমিটির কার্যকরতার অভাব, তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি, কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে সার্বিকভাবে সংসদের কার্যক্রম অনেকটাই কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদ কার্যক্রমে সদস্যদের দলীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে নিরপেক্ষ অবস্থান এবং দায়িত্বশীলতার অভাবে সংসদীয় কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকারি ও দলীয় অর্জন ও প্রশংসা, এবং প্রতিপক্ষদলের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার পূর্বের সংসদগুলোর তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও গঠনমূলক আলোচনা ও বিতর্কের ঘাটতি ছিল। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় সার্বিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, সার্বিকভাবে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহির আওতায় আনা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না। এছাড়া, কোরাম সংকটের কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় অব্যহত রয়েছে। সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সংসদ কার্যকর করা সংক্রান্ত অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখা যায়নি এই সংসদে।

সুপারিশ

৭ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সংসদে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (সরকারি দলের ৭৭.৪ শতাংশ আসন এবং প্রায় ২০ শতাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থী যাদের প্রায় সবাই সরকারি দলের সমর্থক) বিপরীতে প্রধান বিরোধী দলের ৩.৭ শতাংশ আসন তাদের প্রান্তিকতা নির্দেশ করছে। এই প্রেক্ষাপটে দ্বাদশ সংসদকে কার্যকর করা এবং সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা জন্য একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট খাতে অন্যান্য গবেষণার আলোকে টিআইবি'র পক্ষ হতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো।

১.	জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে সংসদের মৌলিক ভূমিকা- জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়।
২.	জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের সকল সদস্যদেকে দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে সংসদের মৌলিক উদ্দেশ্য - জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়। সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রমের যথাযথ বিন্যাস নিশ্চিত করতে বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমসমূহের গুরুত্ব
৩.	বিবেচনা করে এই ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা ও টেবিলে উত্থাপনের মাত্রা হ্রাস করে সরাসরি আলোচনার ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য কার্য উপদেষ্টা কমিটিকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

[১] উল্লেখ্য, জানুয়ারি ২০১৯ থেকে শুরু করে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে "পার্লামেন্টওয়াচ: একাদশ জাতীয় সংসদ" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন ২০২৪ সালের ২৭ মে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। গবেষণা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, এবং উপস্থাপনা) এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: https://ti-bangladesh.org/articles/research/7002

৪.	সদস্যদের দলীয় অবস্থানের উর্ধ্বে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে অনাস্থা ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মত প্রকাশ, বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।
৫.	আইনের খসড়ার উপর আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে সদস্যদের আগ্রহ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, এবং অন্যদিকে খসড়ার উপর জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সকল বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।
৬.	বিল ও বাজেটসহ যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত সকল মতামত এবং নোটিশ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক গ্রহণ বা খারিজ করতে হবে। কোনো মতামত বা নোটিশ গ্রহণ বা খারিজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী হতে পর্যাপ্ত যুক্তি উপস্থাপিত না হলে সে বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন বা অভিমত উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে।
৭.	রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা বিষয়ক আলোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
৮.	সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি মনোনয়ন স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত হতে হবে। নির্বাহী বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
৯.	সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে। সংসদীয় কমিটির স্বকীয়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি আইন' দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।
১০.	২০১০ সালে সংসদে বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত 'সংসদ সদস্য আচরণ আইনের খসড়া' আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে যুগপোযোগী করে সংসদে উত্থাপন করে আইনে রূপান্তর করতে হবে।।
১১.	সংসদে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমন (অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ) না করে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও গঠনমূলক বির্তক নিশ্চিত করতে দলীয় প্রধান, হুইপ ও স্পীকারের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।
১২.	সংসদীয় কার্যক্রম বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে সংসদীয় চর্চা ও আচরণ, আইন প্রণয়ন ও জবাবদিহিমূলক বিতর্কে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
১৩.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত উন্নয়ন, লিঙ্গীয় সমতা, নারী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ আলোচনার জন্য সংসদে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
১৪.	বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংসদের তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ অনুসরণ করে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করতে হবে যেখানে সংসদের চলমান অবস্থার হালনাগাদ তথ্যের পাশাপাশি আর্কাইভের তথ্যসমূহ প্রকাশিত থাকবে। বিশেষ করে ওয়েবসাইটে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহের প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে- - সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য (কার্যবিবরণী, বৈঠকে উপস্থিতি, প্রতিবেদন ইত্যাদি)। - সদস্যের পরিচিতির অংশে নির্বাচনের হলফনামায় প্রদত্ত সকল তথ্যের পাশাপাশি সংসদ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বিষয়ক তথ্য (যেমন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে উপস্থিতি, কার্যক্রমভিত্তিক অংশগ্রহণ, প্রদত্ত নোটিশ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য, কমিটি সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় ও তাৎক্ষনিকভাবে প্রকাশ)। - জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য।